মা'আল্লাহ

যে গুণে মহিমান্বিত আমার রব

ড. সালমান আল আওদাহ (র.)

অনুবাদক

আবু তাহের

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

আল্লাহর ভালোবাসা	১৩	১৭	আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ	২২	৩০	ইসমে আজম
আল্লাহ	৩৫	৪১	আর-রহমান, আর-রহিম
আল মালিক	৫০	৫৭	আল কুদ্দুস
আস-সালাম	৬০	৬৫	আল মুমিন
আল মুহাইমিন	৬৮	৬৯	আল আজিজ
আল জাব্বার	৭২	৭৫	আল কাবির, আল মুতাকাব্বির
আল খালিক, আল খাল্লাক	৭৮	৮৫	আল বারি
আল মুসাওয়ির	৮৬	৮৭	আল গাফুর, আল গাফফার
আল কাহহার, আল কাহির	৯৯	১০৪	আল ওয়াহহাব
আর-রাজ্জাক, আর-রাজিক	১১৫	১২২	আল ফাত্তাহ
আল আলীম, আল আলিম	১৩০	১৩৫	আল কাবিদ, আল বাসিত
আস-সামিউ	১৩৭	১৩৯	আল বাসির
আল লাতিফ	১৪৩	১৫০	আল খাবির
আল হালিম	১৫২	১৫৭	আল আজিম
আশ-শাকুর, আশ-শাকির	১৫৯	১৬১	আল আলিয়্যু, আল আলা
আল হাফিজ	১৬৪	১৬৫	আল মুকিত
আল হাসিব	১৬৬	১৬৯	আল জামিল
আল কারিম, আল আকরাম	১৭২	১৭৮	আর-রাকিব
আল কারিব	১৮০	১৮৫	আল মুজিব
আল ওয়াসি	১৯৩	১৯৫	আল হাকিম, আল হাকাম
আল ওয়াদুদ	২০৩	২০৫	আল মাজিদ
আশ-শাহিদ	২০৭	২০৯	আল মুবিন
আল হাক	২১০	২১২	আল ওয়াকিল
আল ফাতির	২১৪	২১৬	আল কাবিইয়ু
আল মাতিন	২১৮	২১৯	আল ওয়ালি, আল মাওলা
আল হামিদ	২২৩	২২৫	আল হাইয়্যু
আল কাইয়্যুম	২২৯	২৩১	আল ওয়াহিদ, আল আহাদ
আস-সামাদ	২৩৮	২৪৩	আল মুকতাদির, আল কাদীর
আল মুকাদ্দিম, আল মুআখখির	২৪৭	২৪৮	আল আওয়াল, আল আখির
আজ-জাহির, আল বাতিন	২৫৩	২৬০	আল বার

আত-তাওওয়াব	২৬১	২৬৮	আর-রব
আল আফুয়্যু	২৬৯	২৭৭	আর-রউফ
জুল জালালি ওয়াল ইকরাম	২৭৯	২৮০	আল গানি
আন-নুর	২৮১	২৮৩	আল বিতরু
আল হাদি	২৮৫	২৮৭	আল বাদি
আল ওয়ারিশ	২৯১	২৯৪	আত-ত্বইয়্যিব
রাফিউদ-দারাজাত	২৯৬	২৯৭	আল মান্নান
আন-নাসীর, আন-নাসির	২৯৯	৩০২	জুত-তওল
আল মুসতাআন	৩০৩	৩০৫	আল মুহিত
আল জাওয়াদ	৩১০	৩১৩	আল হায়ি
জুল ফাদল	৩১৫	৩১৯	জুল মাআরিজ
আর-রাফিক	৩২০	৩২২	আল মুহসিন
আস-সুব্বুহ	৩২৫	৩৩১	আস-সিত্তির, আস-সাত্তার
আস-সাইয়্যিদ	৩৩৪	৩৩৬	আশ-শাফি
আল হাফি	৩৩৭	৩৩৯	শেষ কথা

আল্লাহর ভালোবাসা

আপনি যদি আল্লাহর সুন্দর নামগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করেন, তাহলে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় লক্ষ করবেন। আল্লাহর একটি নামও আজাব বা পাকড়াও কেন্দ্রিক নয়। তাঁর কিছু কিছু নাম রহমত, ভালোবাসা, দয়া, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক। কিছু নাম সৃষ্টি, রিজিক প্রদান, জীবন-মৃত্যু দান ও ব্যবস্থাপনাশৈলীকে নির্দেশ করে। কিছু নাম রয়েছে, যা তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা, বড়োত্ব, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে।

আল্লাহর নাম হচ্ছে—আর-রহমান (দয়াময়), আর-রহিম (দয়ালু), আল গফুর (ক্ষমাশীল), আস-সালাম (শান্তিময়), আল ওয়াহহাব (দানশীল), আর-রাজ্জাক (রিজিকদাতা), আল ফাত্তাহ (মীমাংসাকারী), আল লতিফ (সূক্ষ্মদর্শী), আল জামিল (সুন্দর), আল মুজিব (সাড়াদানকারী), আল ওয়াদুদ (স্নেহপরায়ণ), আস-সামাদ (অমুখাপেক্ষী), আল বার (কৃপাময়) ইত্যাদি। তাঁর নামের মধ্যে শাস্তিদানকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, পাকড়াওকারী—এ রকম কোনো নাম নেই। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—তিনি শাদিদুল ইকাব (শাস্তি প্রদানে কঠোর); এটি কি আসমাউল হুসনার অন্তর্গত নয়?

উত্তর হচ্ছে—এটি আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্গত নয়। এটি আল্লাহর শাস্তির একটি বর্ণনামাত্র। বিষয়টি আমরা এভাবে বলতে পারি—তাঁর শাস্তি কঠোর; কিন্তু তিনি নিজে কঠোর নন। তাই এটি আসমাউল হুসনার অন্তর্গত নয়। এটিই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন—'আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে এমন কোনো নাম নেই, যা ক্ষতিকর কোনো কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ক্ষতিকর ও মন্দ দিক রয়েছে বলে আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।' যেমন : আল্লাহ বলেন—

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তি হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক।' সূরা হিজর : ৪৯-৫০

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

'নিশ্চয়ই আপনার রব শাস্তি প্রদানে খুবই তৎপর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' সূরা আরাফ : ১৬৭

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

'তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' সূরা মায়েদা : ৯৮

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ- إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ- وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ-

'নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ।' সূরা বুরুজ : ১২-১৪[১]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরও বলেন—'আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে প্রশংসামূলক নাম ব্যতীত অন্য কোনো নাম নেই। এ কারণেই এগুলোকে হুসনা তথা সুন্দর বলা হয়।'[২]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-ও এ রকম মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন—'নিশ্চয়ই তাঁর সকল নামই সুন্দর। প্রকৃতার্থে তাঁর কোনো অসুন্দর নাম নেই। এটি প্রমাণ করে—তাঁর সকল কাজই উত্তম, তাতে মন্দ কিছু নেই। তিনি যদি মন্দ কিছু করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই সে রকম একটি নামও গঠন করতেন। তখন তাঁর সব নাম হুসনা বা সুন্দর হতো না। অতএব, আল্লাহর নাম অসুন্দর হওয়ার ধারণাটি বাতিল। কোনো মন্দ গুণই তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না।'[৩]

তিনি আরও বলেন—'নিশ্চয়ই নিয়ামত ও ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও দয়ার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই এ গুণগুলো তিনি নিজের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে আজাব বা শাস্তি মাখলুকের অন্তর্গত। যার ফলে শাস্তি প্রদানকারী হিসেবে তাঁর নামকরণ করা হয়নি। একটি আয়াতের মাধ্যমেই এ পার্থক্য বোঝা যায়। আয়াতটি হচ্ছে—

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ-

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তি হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক।' সূরা হিজর : ৪৯–৫০[৪]

ড. উমর আল আশকার বলেন—'আল্লাহর নামের ও কর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর নামের অন্তর্গত নয়। যেমন : কঠোর শাস্তি দানকারী, দ্রুত শাস্তি দানকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কঠোর আঘাতকারী, উচ্চমর্যাদা দানকারী ইত্যাদি।'[৫]

অন্য একজন বলেছেন—'আল্লাহর কর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহর নাম হিসেবে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি; ব্যবহৃত হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সংবাদ বা বিবরণ প্রকাশের জন্য। প্রাসঙ্গিক বিবরণের বাইরে তা আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।'

এ কারণেই আল্লাহ চিররাগী, চিরশাস্তি প্রদানকারী বা চিরপ্রতিশোধ গ্রহণকারী ইত্যাদি নাম তাঁর জন্য নির্ধারিত হয়নি। এ নিয়ে গভীর চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির সামনে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বোঝার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আল্লাহর ব্যাপারে তার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়। তার মনে বৃদ্ধি পায় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। রাসূল (সা.) দুআর মধ্যে বলতেন—'মন্দ কিছু আপনার সাথে সম্পর্কিত নয়।'[৬]

---

[১] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৮/৯৬

[২] *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ* : ৫/২৮২

[৩] *বাদাইউল ফাওয়াইদ* : ১/১৮১

[৪] *হাদিল আরওয়াহ* : পৃ.-২৬৪

[৫] *আসমাউল্লাহি ওয়া সিফাতিহি* : পৃ.-৬১

[৬] সহিহ মুসলিম : ৭৭১ আলি (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস

এর দ্বারা বোঝা যায়—আল্লাহর সত্তার সাথে, নামের ও গুণাবলির সাথে ক্ষতিকর কিছু সম্বন্ধযুক্ত নয়। সার্বিকভাবেই তিনি পরিপূর্ণ সত্তা। তাঁর সকল গুণ প্রশংসনীয়। তাঁর সকল কাজ রহমত, কল্যাণ, ন্যায় ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। তাঁর সকল নামই হুসনা তথা সুন্দর। তাহলে মন্দ কিছু তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় কীভাবে?

মন্দ বা অকল্যাণকর ব্যাপার আল্লাহর গুণাবলির সাথে জড়িত নয়। তা কেবল মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীতে ভালোর পাশাপাশি মন্দের উপস্থিতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রজ্ঞা। মানুষ তার স্বল্প জ্ঞানে তা অনুধাবন করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের এ বিশ্লেষণ, আলিমগণের বিশ্লেষণের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতএব, প্রত্যেক ফকিহ ও দাঈর উচিত, আল্লাহর সুন্দর নামগুলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া; যা তাঁর দয়া, উদারতা, ক্ষমা, রহমত ইত্যাদিকে শামিল করে।

বান্দাকে রবের দিকে আহ্বান করার এটিই সর্বোত্তম পথ। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার মনে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আলিমগণের মতে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি সুউচ্চ ও শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার অনুভূতির চেয়েও এটি উত্তম।

ভালোবাসার অনুভূতি আশা ও ভয়ের অনুভূতি নষ্ট করে না। আশা ও ভয় মানুষের স্বভাবজাত অনুভূতির অংশ। ভয় ও আশার মধ্যবর্তী থেকে নবিগণ বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকতেন। অর্থাৎ নবিগণ আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। আর তাঁরা আল্লাহকে ডাকতেন ভয় ও আশা নিয়ে। অতএব, বোঝা গেল, ভালোবাসা ভয় ও আশাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ-

> ‘তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত। তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।’ সূরা আম্বিয়া : ৯০

আল্লাহ আরও বলেন—

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا-

> ‘তোমরা স্বীয় রবকে ডাকো বিনীতভাবে সংগোপনে। নিশ্চয়ই তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এবং তাকে ভয় ও আশার সঙ্গে আহ্বান করো।’ সূরা আরাফ : ৫৫-৫৬

আল্লাহর সুন্দর নামগুলো তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পেছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষাও। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারা এর তাৎপর্য বাস্তবায়িত হয় না। প্রতিফলিত হয় না মানবজীবনে। এর জন্য প্রয়োজন হলো—নামগুলোর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা নিয়ে গভীর অধ্যয়ন এবং ব্যক্তিজীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ ও সঠিক অনুশীলন।

তবে এক্ষেত্রে আমরা যাতে কোনো দ্বিচারিতা ও প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত না হই, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর সুন্দর নাম দেখে যেন আমাদের মন থেকে তাঁর ভয় চলে না যায়।

আল্লাহর নামগুলোর অর্থ করতে হবে পরিপূর্ণ উদারতা ও সততার সাথে। অবশ্যই অর্থগুলো হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও সংগতিপূর্ণ; কখনোই তা পরস্পরবিরোধী হবে না।

যদি আমরা এ ব্যাপারটি সঠিকভাবে ধারণ করতে পারি, তাহলে তিনি আমাদের বিস্তৃত জ্ঞান দান করবেন। তিনি আমাদের জন্য খুলে দেবেন কল্যাণের এমন দুয়ার, যা থেকে আমরা এতদিন বঞ্চিত হচ্ছিলাম। মনে রাখতে হবে, আমাদের কর্মের চেয়ে আল্লাহর রহমত অনেক বেশি উপকারী। অতএব, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহম করুন, আমাদের ক্ষমা করুন।

আল্লাহর পরিচয়

একজন মুমিনের উচিত শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, প্রাচুর্য-দরিদ্রতা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-বার্ধক্য, প্রকাশ্য-গোপন—সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকা। আল্লাহর সাথে থাকা।

ইতিহাসের পাতায় আজও যারা চিরস্মরণীয় ইতিহাসবেত্তা, ইসলামিক স্কলার, বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক মণ্ডলে কৃতী ব্যক্তি প্রমুখ, তাদের নিয়ে আলোচনা করা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। তবে নবি-রাসূলদের নিয়ে আলোচনা করা তার চেয়ে উত্তম। আর নবিকুলের শিরোমণি মুহাম্মাদ (সা.)-কে নিয়ে আলোচনা করা তো সর্বোত্তম।

আর আমাদের রব, সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহত্ত্ব, তাঁর সুন্দর নাম, মহিমান্বিত গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। আমাদের উচিত সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। তাঁকে ডাকা। তাঁর কাছে দুআ-প্রার্থনা করা। নবি (সা.) বলেছেন—'তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে ডাকো, তাহলে কষ্টের সময় তিনি তোমাদের মনে রাখবেন।'[৭]

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও মহিমান্বিত গুণাবলি পড়ার মাধ্যমে, চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে স্মরণ রাখব। আল্লাহকে ডাকব। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ বিষণ্ন হৃদয়ে সান্ত্বনা জোগায়, ভীতুকে করে ভয়মুক্ত, অপদস্থকে করে মর্যাদার অধিকারী, দুর্বলকে করে শক্তিশালী এবং অভাবীকে করে অভাবমুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা সুমহান মর্যাদার অধিকারী। কখনো বান্দাকে তিনি নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন করেন না। কোনো দুর্বলতা ও কমতি তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই আমরা দেখতে পাই, মর্যাদাবান, ক্ষমতাধর, ধনী, রাজা-বাদশাহ, নেতৃত্ব দানকারী— এককথায় সবাই আল্লাহর কাছেই ধরনা দেয়, আল্লাহর কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়।

কেউ যখন বিপদে পড়ে, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে, মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে দরজায় কিংবা রোগ-শোকে হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত, তখন সে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়। সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছেই।

এমনকি বিপদে পড়লে নাস্তিকরা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। নিজের অনিচ্ছায় আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলে উঠে—ইয়া আল্লাহ!

অবিশ্বাসীদের সর্দার ফেরাউনের কথাই ধরা যাক, সে গর্ব করে বলেছিল—

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ-

'আমিই তোমাদের মহান পালনকর্তা।' সূরা নাজিয়াত : ২৪

---

[৭] তিরমিজি : ২৫১৬, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে রাসূল (সা.)-এর দেওয়া উপদেশসংক্রান্ত হাদিসের অংশ।

সে আরও বলেছিল—

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ-

'আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে তো আমি জানি না।' সূরা কাসাস : ৩৮

এই ফেরাউন যখন সাগরের জলে ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে-ও কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল। আল্লাহকে ডেকে ডেকে সে বলেছিল—

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ-

'আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি, নিশ্চয় তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বনি ইসরাইলরা। সূরা ইউনুস : ৯০

এভাবে সে মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান আনল ও তাঁকে ডাকল, কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর। তাইতো ফেরাউনের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ বলেছিলেন—

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ-

'এখন (ঈমান আনছ)? অথচ তুমি ইতঃপূর্বে অবাধ্য ছিলে। অন্তর্ভুক্ত ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের। অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারো। আর নিঃসন্দেহে অনেক লোকই আমার নিদর্শন সম্পর্কে অসতর্ক।' সূরা ইউনুস : ৯১-৯২

যারা অহংকারী, আল্লাহকে অস্বীকারকারী, দুনিয়ার চাকচিক্য, ক্ষমতা ও সম্পদ দ্বারা ধোঁকায় পতিত, তারাও আল্লাহর দিকে ঠিকই প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু তা করে নির্ধারিত সময় চলে যাওয়ার পর। যখন তারা পছন্দ-অপছন্দ ও চিন্তাচেতনার স্বাধীনতার জগৎ থেকে বাধ্যবাধকতার জগতে চলে যায়। অদৃশ্য জগৎ চোখের সামনে হয়ে ওঠে দৃশ্যমান। কিন্তু এ সময় তাদের প্রত্যাবর্তন কোনো কাজে আসে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ-

'অতএব, তারা যখন আমার শাস্তি দেখল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!' সূরা মুমিন : ৮৫

আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পরিণতির কথা চিন্তা করা। তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। যেমন : চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, হিটলার, স্ট্যালিন এবং তাদের মতো আরও অনেকেই—যাদের জীবনে আল্লাহকে মানার কোনো অংশ নেই। তাই তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি।

অতএব, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। স্বেচ্ছায়, অনুগত হয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন দুনিয়ার বৈধ আস্বাদ ও উপভোগের সামগ্রী হতে ব্যক্তিকে সামান্যও বঞ্চিত করে না; বরং তা উপভোগ ও আস্বাদের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাতে নিয়ে আসে বরকত, তাকে রাখে পরিচ্ছন্ন ও পূতপবিত্র। আর তা মানুষকে রক্ষা করে দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ থেকে।

একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে উত্তম, সুন্দর ও পবিত্র সময় হচ্ছে আল্লাহর সান্নিধ্যে কাটানো সময়। এ সময় সে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। নিমগ্ন থাকে দুআ, মোনাজাত ও ইবাদত সাধনায়। এ ছাড়াও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সে সচেতন থাকে। মুসলিম ভাইয়ের উপকার ও কল্যাণ করার ব্যাপারেও থাকে সচেষ্ট। এতে খুশি হয়ে আল্লাহ তাকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ-

'আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।' সূরা জাসিয়া : ১৩

আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছেই থাকেন। হৃদয়ের স্পন্দন, চিন্তার ঝলক, শারীরিক আলোড়ন, সময়ের পরিবর্তন, দিন-রাতের চক্র—সবকিছুই আল্লাহর আওতাধীন। অণু পরিমাণ কোনো কিছুও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। বান্দার মনে এমন কোনো বিষয় উদ্‌গত হয় না, যা আল্লাহর কাছে লুক্কায়িত থাকতে পারে। আল্লাহ মুসা ও হারুন (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন—

اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى-

'আমি তোমাদের সাথেই আছি, আমি শুনি ও দেখি।' সূরা ত্ব-হা : ৪৬

একজন বদান্য ব্যক্তি; যিনি বিপদে ও সংকটে পাশে থাকেন, জীবনের কঠিনতম সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাকে কী সহজেই ভোলা যায়? এবার আল্লাহর কথা চিন্তা করুন। তিনি তো সকল বদান্যকে বদান্যতা দানকারী। ঘাড়ের ধমনির চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। সর্বাবস্থায় বান্দাকে সাহায্যকারী। মুমিন ব্যক্তির পক্ষে এমন মহানুভব আল্লাহকে ভুলে থাকা কী সম্ভব?

অতএব, আমাদের উচিত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং মহিমান্বিত গুণাবলি সম্পর্কে আরও বেশি জানা, বোঝা এবং তা উপলব্ধি করা। আমাদের জীবন, জড়বস্তু, প্রাণিকুল, আকাশের নক্ষত্ররাজিসহ সবকিছুর জীবনচক্রেই আল্লাহর মহানুভবতা ও তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন বিদ্যমান।

তাইতো সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর গুণকীর্তনের মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে আছে। আসমান- জমিন, তারকারাজি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, প্রাণিকুলসহ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার গুণগান গাইছে, তাঁর প্রশংসা করছে। এগুলো আল্লাহর মহত্ত্ব, সম্মান, প্রভুত্ব, একচ্ছত্র ক্ষমতা, পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও চিরন্তনতার সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

‘আর এমন কিছুই নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।’ সূরা ইসরা : ৪৪

অতএব, চলুন, আমরা এ বিশাল উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করি তাঁর জিকির, প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে।

নিশ্চয়ই মহিমান্বিত গুণাবলি ও সুন্দর নামগুলো আল্লাহর। মুমিন জীবনে এসব নাম ও গুণাবলির অনেক প্রভাব রয়েছে। এ ছাড়া এসব নাম ও গুণাবলির মাধ্যমেই আল্লাহকে যথাযথভাবে চেনা যায়, জানা যায়।

কেউ যখন ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করে, তখন সে ইতিহাসের বিভিন্ন গল্প, খবর, যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ইত্যাদির প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। দিনের পর দিন তা নিয়েই পড়ে থাকে। অথচ তাতে কল্পনাপ্রসূতও অনেক কিছু থাকে, যা শুধু স্বল্প সময়ের বিনোদন মাত্র। তা সত্ত্বেও নিজ কৌতূহল দমনে সে এগুলোর ক্রমাগত অনুসরণ করতে থাকে।

কেউ যদি মনে করে, সে আল্লাহকে পুরোপুরি চিনে ফেলেছে এবং তাঁর মহত্ত্ব সম্পূর্ণ জেনে গেছে, তাহলে নিশ্চয় সে ভুল ধারণার শিকার। কারণ, আল্লাহকে জানার বিষয়টি এমন—মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, চিন্তাশক্তি তাঁর নাগাল ছুঁতে পারে না। কোনো ভাষায় তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

একজন মুমিন আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়োত্বের ব্যাপারে যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তা ব্যক্তির চলার পথকে আলোকিত করে তোলে। ফলে অন্তরে সে প্রশান্তি অনুভব করে। আর তার চারপাশ থেকে অন্ধকার হয় দূরীভূত।

বর্তমানে মানুষ যখন মানুষের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত, নানা ধরনের অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত, সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত অপরাধের সাথে, বিশেষ করে নানা বিপদ, মুসিবত ও মতপার্থক্যে বিচলিত মুসলিম জাতি; তখন আল্লাহকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও মহৎ গুণাবলি সম্পর্কে জানা। জিকির, ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাওয়া। এগুলো আমাদের হৃদয়কে নিষ্কলুষ করবে। তা হবে আমাদের আখিরাতের পাথেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক। আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সকল প্রয়োজন হতে মুক্ত।

হে রব! নিশ্চয়ই আমি এ গ্রন্থটি উপস্থাপন করছি আপনার সৌন্দর্যের পরিচয় বর্ণনা করে, আপনার অনুগ্রহের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এর প্রতিটি হরফ আপনার গুণগানে পরিপূর্ণ, আপনার মহত্ত্বের সামনে সিজদাবনত। আর এ বইটি হচ্ছে প্রত্যেক অপরাধী, অসতর্ক, অজ্ঞ ও ধোঁকায় পতিত ব্যক্তির জন্য, যাকে আপনার অনুগ্রহের প্রাচুর্য, দীর্ঘ অবকাশ, পাপীদের প্রতি আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতা ধোঁকায় ফেলে। হে আমার রব! আপনার প্রশংসায় রচিত এ গ্রন্থটি কবুল করুন; যদিও এতে রয়েছে বর্ণনার স্বল্পতা ও উদ্দেশ্যের দ্বিধা। এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এর ভুলগুলো ক্ষমা করুন। আপনি মহামহিম, পবিত্র। সকল প্রশংসা আপনার জন্যই।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন—'আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা ধারণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৮]

অন্য এক হাদিসে এসেছে—'তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি দয়ালু, দয়াময়, মালিক, পবিত্র...'

এ হাদিসে আল্লাহর ৯৯টি নাম পাওয়া যায়। তবে কিছু কিছু হাদিসে এসব নামের বাইরে অন্য নামও পাওয়া যায়।

এ অতিরিক্ত নামগুলো ইমাম তিরমিজি (রহ.) একা বর্ণনা করেছেন।[৯] তবে ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)-ও ভিন্ন সনদে কিছু অতিরিক্ত নাম বর্ণনা করেছেন।[১০] গবেষক, আলিম ও মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে, এ অতিরিক্ত নামগুলোর কোনোটিই রাসূল (সা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়নি।[১১]

এ হাদিস নিয়ে কিছু কথা

প্রথমত : আল্লাহর নাম অনেক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا-

'বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্রের পানি ফুরিয়ে যাবে। আমি যদি এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিই, তবুও।' সূরা কাহাফ : ১০৯

তিনি আরও বলেছেন—

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর কথাসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' সূরা লুকমান : ২৭

---

[৮] সহিহ বুখারি : ২৭৩৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৭৭

[৯] তিরমিজি : ৩৫০৭

[১০] ইবনে মাজাহ : ৩৮৬১

[১১] *তাফসির ইবনে কাসির* : ২/৩৫৭; বায়হাকি, *আল আসমাউ ওয়াসসিফাত* : ১/৩৩; *ফাতহুল বারি* : ১১/২২১ (এগুলো ছাড়াও আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে।)

অতএব, আল্লাহর মর্যাদা, প্রশংসা, মহত্ত্ব, শক্তিমত্তা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রকাশক নাম সংখ্যায় প্রচুর। মানুষ যা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। মানুষের বুদ্ধিমত্তাও তার সম্পূর্ণ নাগাল পায় না। আল্লাহর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। উপরিউক্ত হাদিসটির উদ্দেশ্যও এমন নয়—আল্লাহর নাম নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত এক সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করেছেন—

> 'আমি আপনার কাছে প্রত্যেক ওই নামের ওসিলায় প্রার্থনা করছি, যা আপনার রয়েছে, যে নামে আপনি নিজের নামকরণ করেছেন, যে নাম আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, অথবা যে নাম আপনার সৃষ্ট কাউকে শিখিয়েছেন কিংবা যে নাম অদৃশ্যের জ্ঞান হিসেবে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন...'[১২]

শাফায়াতের হাদিসে উল্লেখ আছে—'রাসূল (সা.) (কিয়ামতের দিন) আরশের নিচে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তাঁকে শাফায়াতের অনুমতি দিলে তিনি আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া প্রশংসার দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবেন; যা ইতঃপূর্বে তিনি জানতেন না।'[১৩]

আমাদের রবের রয়েছে এমন নাম, যা দ্বারা তিনি নিজেই নিজের নামকরণ করেছেন। তা থেকে কিছু নাম তিনি কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন : কুরআনে তাঁর কিছু নাম উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো আলিমের মতে, কুরআনে আল্লাহর ৮১টি নাম পাওয়া যায়।[১৪] আবার কিছু নাম রয়েছে, যা তিনি নবি-রাসূলগণকে, নৈকট্য অর্জনকারী ফেরেশতাগণকে অথবা তাঁর সৃষ্টজীবের যাকে ইচ্ছা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহর এমন কিছু নামও রয়েছে, যা তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তিনি এগুলো কাউকে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সেসব নামের তাৎপর্য সৃষ্টজীবের কেউ ধারণ ও অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। কেননা, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সত্য ও সুস্পষ্ট ইলাহ। সমস্ত সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, বড়োত্ব, কর্তৃত্ব তাঁরই।

হাদিসে উল্লিখিত ৯৯টি নামের বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে যাবে।

কোনো ব্যক্তির ওপরে যখন সংকট আপতিত হয় অথবা দুঃখ-কষ্ট তাকে বেষ্টন করে, তখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কাছে সে বারবার মিনতি করে। এর মাধ্যমে আল্লাহকে প্রকৃত বন্ধুরূপে আবিষ্কার করে অন্তরে লাভ করে অনাবিল প্রশান্তি। আর আল্লাহর কাছে সে প্রার্থনা করে, যা কিছু জানে ও যা কিছু মুখস্থ রেখেছে তার মাধ্যমে।

সে এমনভাবেও প্রার্থনা করে, যা সে পুরোপুরি জানে না। তবে এক্ষেত্রে অন্যরা যেভাবে দুআ করেছে, তার ওপরে সে নির্ভর করে। যেমন : সে বলে—'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যা প্রার্থনা করেছে আসমান-জমিন, জল-স্থল, দুনিয়া-আখিরাতের অধিবাসী, নবি,

---

[১২] *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ৯৭২; মুসনাদে আহমাদ : ৩৭১২; মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৫০৮; *আবু ইয়ালা* : ৫২৯৭

[১৩] সহিহ বুখারি : ৭৪১০; সহিহ মুসলিম : ১৯৩

[১৪] ইবনে আরাবি, *আহকামুল কুরআন* : ২/৩৪০-৩৫০, ইবনে উসাইমিন, *আলকাওয়াইদুল মিসলি ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমাইহিল হুসনা* : পৃ.-১৫

সত্যবাদী, প্রকৃত ঈমানদার, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং মুহাম্মাদ (সা.)।' আর এটা উত্তম দুআগুলোর মধ্যে অন্যতম।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালার নামসমূহ সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে সংগৃহীত। তাই এর বাইরে আল্লাহর জন্য নতুন নাম উদ্ভাবন করা যথাযথ নয়। মানুষ তাঁর রবের সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা দেখি—জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও কবিগণ নানাভাবে আল্লাহর প্রশংসা করছে। কখনো দেখা যায়, অনেক নিরক্ষর কৃষক ও সাধারণ মুমিন, যাদের হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় স্পন্দিত, তারা আল্লাহর প্রশংসা, সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনায় নিজ ভাষায় শ্রুতিমধুর বাক্য ব্যবহার করছে। এতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এসব হচ্ছে আল্লাহর কাজের প্রশংসা, যা তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রদানের অন্তর্গত।

কিন্তু তাঁর নামের ব্যাপারটি ভিন্ন। আল্লাহর নামের মধ্যে নতুন শব্দ সংযুক্ত করা কারও জন্য জায়েজ নেই। এটা গর্হিত কাজ। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সে আলোকেও আল্লাহর নতুন নাম উদ্ভাবন করা বৈধ নয়। যেমন : কুরআনে আছে, আল্লাহ কথা বলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে মুতাকাল্লিম বা কাইল অর্থাৎ কথক বা বক্তা নামে নামকরণ করা হয়নি। অতএব, কুরআন-সুন্নাহতে যা তাঁর নাম হিসেবে এসেছে, সেগুলোই তাঁর নাম। যেমন : আল খালিক, আল কুদ্দুস, আস-সালাম, আল আজিজ ইত্যাদি। আর যা নাম হিসেবে আসেনি, তা থেকে নাম তৈরি করা বৈধ নয়।

আমি শাইখ হাসানুল বান্না (রহ.)-এর আকাইদসংক্রান্ত একটি বই পড়েছিলাম। তাতে তিনি আল্লাহকে 'মহাবিশ্বের প্রকৌশলী' নামে নামকরণের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটিই উত্তম মতামত।

তৃতীয়ত, আল্লাহর এমন কিছু নাম রয়েছে, যা তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট। এ নামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামকরণ বৈধ নয়। যেমন : আল্লাহ ও আর-রহমান নাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى-

'বলুন, আল্লাহ নামে ডাকো কিংবা আর-রহমান বলে, তোমরা যে নামেই ডাকো না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই।' সূরা ইসরা : ১১০

কোনো মাখলুককে এ দুই নামে অভিহিত করা বৈধ নয়। যারা নিজেকে এ দুই নামে অভিহিত করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন। মিথ্যা নবি দাবিদার মুসায়লামা নিজেকে 'আর-রহমান' নামে অভিহিত করেছিল, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। মুসায়লামার অনুসারীরা তাকে 'ইয়ামামার-রহমান' নামে ডাকত। তার কর্মফলস্বরূপ আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন, যার ফলে সে জীবদ্দশায়ই নিন্দিত হয়েছিল। পরিচিতি পেয়েছিল কুখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে। অতএব, 'আল্লাহ' ও 'আর-রহমান'—এ নাম দুটি শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

আর কিছু নাম এমন রয়েছে, যা আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। এ নামগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম হিসেবেও ব্যবহার করা বৈধ। যেমন : সামি বা শ্রবণকারী, বাসির বা দ্রষ্টা। মানুষের মাঝেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। যেমন : আল কুরআনে আল্লাহ বলেন—

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا-

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।' সূরা দাহর : ২

আর-রউফ, আর-রহিম, আল কাবির, আল খাবির ইত্যাদি নামগুলো আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। তাই এ নামগুলো আল্লাহর সাথে সাথে মানুষের জন্য ব্যবহার করাও জায়েজ। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর ও মাখলুকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একই শব্দের নামের মধ্যেও অর্থ, তাৎপর্য ও সংজ্ঞায় ঠিক সে পার্থক্য বিদ্যমান, যে পার্থক্য স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে হয়ে থাকে।

অতএব, মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নামের অর্থ হবে মাখলুকের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই যখন কাউকে সামি বা বাসির নামে ডাকা হবে, তখন তা এমন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকেই বোঝাবে, যা সসীম। যার নির্দিষ্ট সীমা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে। যে সীমা ও সীমাবদ্ধতা বান্দার পক্ষে অতিক্রম করা আদৌ সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর গুণাবলি হচ্ছে পরিপূর্ণ, সমুন্নত ও সর্বোত্তম। যার কোনো সীমা নেই, সীমাবদ্ধতা নেই। মানুষের চিন্তাশক্তি ও গবেষণা তা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেও সক্ষম নয়।

তাই যদিও মাখলুককে আল্লাহর কিছু নাম দ্বারা অভিহিত করা যায়, তবুও এসব নাম আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার অর্থ এবং মাখলুকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার অর্থের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক।

চতুর্থত, আল্লাহর কিছু নাম রয়েছে, যা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা জায়েজ। যেমন : আল আজিজ, আল হামিদ, আল হাকিম, আল আলিম ইত্যাদি। এসব নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকা যায়। আল্লাহর কাছে চাওয়া যায়। তাঁর পরিচয়ও প্রকাশ করা যায়।

আবার এমন কিছু নাম রয়েছে, যা বিপরীতার্থক নাম ব্যতীত আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায় না। যেমন : আন-নাফিউ ওয়াদদার (উপকারকারী ও অপকারকারী)। আল কাবিজু ওয়াল বাসিতু (সংকোচনকারী ও সম্প্রসারণকারী) ইত্যাদি। এমন নামের ক্ষেত্রে যদি একটি বলে অন্যটি উল্লেখ না করা হয়, তাহলে তা এমন অর্থ প্রদান করে, যা তাঁর সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব, পূর্ণতা ও পবিত্রতার সাথে মানানসই নয়। তাই এ নামগুলো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার না করে বিপরীতার্থক নামের সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হয়।

পঞ্চমত : রাসূল (সা.)-এর বাণী—'আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা ধারণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আরবি 'ইহসা' শব্দটি কয়েকটি ব্যাপারকে শামিল করে।

এক. এর দ্বারা আল্লাহর নামগুলো জানা ও মুখস্থ করা বোঝায়। মানুষ যাতে সঠিকভাবে তা জানতে পারে, তাই অনেক আলিমই কুরআন-সুন্নাহ থেকে এ নামগুলো খুঁজে বের করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এগুলো গণনা করে সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আজ-জাজ্জাজ, ইবনে মানদাহ, ইবনে হাজম, আবু হামিদ গাজালি, ইবনুল আরাবি,

কুরতুবি (রহ.)। সমকালীনদের মধ্যে রয়েছেন শাইখ ইবনে উসাইমিন, উমর আল আশকার, মুহাম্মাদ আল হামুদ আন-নজদি।[১৫]

এ কাজটিও ইহসা শব্দের অর্থভুক্ত। এটি তাঁদের অন্যতম কৃতিত্বও বটে। এর মাধ্যমে মানুষ সহজেই আল্লাহর নাম জানতে পারবে। ডাকতে পারবে আল্লাহকে এ সুন্দর নামগুলোতে। মুমিনের জন্য এ নামগুলো একটি পৃষ্ঠায় বা বোর্ডে লিখে সর্বদা চোখের সামনাসামনি রাখা উত্তম। এতে এ নামগুলোর প্রতি বারবার চোখ পড়ায় তা তার সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবে।

দুই. ইহসা শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে—আল্লাহর নামসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য জানা। কেননা, এ নামগুলো নিছক কোনো প্রতীক বা কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়। এগুলো নিষ্প্রাণ ও দুর্বোধ্য কোনো নামও নয়; বরং এগুলো সহজ ও সুস্পষ্ট আরবি শব্দ। তাই প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহর নামের ব্যাখ্যাসংবলিত একটি ছোটো বই হলেও পড়া, যাতে তারা আল্লাহর নামের অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারে।

কারও জন্য এমন ধারণা করা আদৌ উচিত নয়, এ নামের অর্থ ও তাৎপর্য জানা খুব কঠিন ব্যাপার। তাই তা জানার ও বোঝার চেষ্টা না করে এমনি এমনি তা পড়লেই যথেষ্ট হবে; বরং আল্লাহর নাম ও নামের তাৎপর্য জানাই মুমিনের জন্য এক বিশাল বড়ো অর্জন। এ অর্জন অন্তরকে বরকতপূর্ণ ও পবিত্র করে। হৃদয়, মন, আত্মা ও চিন্তাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়।

তিন. এসব নাম দ্বারা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে দুআ করা। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ-

> ‘আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। তাই তাঁকে সে নাম ধরেই ডাকো। আর তাদের বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে।’ সূরা আরাফ : ১৮০

একবার জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম এক ব্যবসায়ীর সাথে রাগারাগি করছে। অতঃপর কিবলার দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে সে দুআ করতে শুরু করে। দুআর মধ্যে সে আল্লাহর সবগুলো নাম এক নিশ্বাসে বলে ফেলে। বিষয়টি দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। কত উত্তমরূপে সে এগুলো রপ্ত করেছে। তবে আমি তার অজ্ঞতা দেখেও আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম—যা তাকে এ অশোভন কাজটি করতে প্ররোচিত করেছে। একজন মানুষের সাথে মতবিরোধের শুরুতেই তাড়াহুড়ো করে সে এ রকম দুআ করা শুরু করেছিল, অথচ কে জালিম আর কে মজলুম—তা তখনও প্রমাণিত হয়নি।

আল্লাহর কাছে দুআ করা বা তাঁকে ডাকার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

এক. দুআর মাধ্যমে চাওয়া : দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি যা চান এবং যা ভালোবাসেন, দুআর মধ্যে তা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। আর যা কিছু অপছন্দ করেন কিংবা ভয় করেন, তা থেকে করতে হবে আশ্রয় প্রার্থনা।

---

[১৫] কুরতুবি, *আল আসনা ফি শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা*; আবু ইসহাক, *আজ-জাজ্জাজ তাফসিরু আসমাইল্লাহিল হুসনা*; সাইদ ইবনে আলি আল কাহতানি, *শারহে আসমাইল্লাহিল হুসনা*; ইবনে উসাইমিন, *আল কাওয়াইদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমাইহিল হুসনা*

দুই. ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা ও তাঁর কাছে চাওয়া : এসব নাম মুখস্থকরণ, এর অর্থ অনুধাবন এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এর দাবি অনুযায়ী ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা। পাশাপাশি সালাত, তাসবিহ-তাহলিল, জিকির, আল্লাহর বড়োত্ব বর্ণনা করার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী, তাই তিনি জ্ঞানীদের ভালোবাসেন। তিনি সুন্দর, তাই সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। তিনি দয়ালু, দয়াকারীদের পছন্দ করেন। তিনি অনুগ্রহকারী, অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন...'[১৬]

মানুষ যখন আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের নুর গ্রহণ করবে, এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে, তখনই বলা যাবে সে এ নামগুলো মনে রেখেছে। মুখস্থ করেছে।

আল গাজি লিখিত *হুসনুত তানাব্বুহ* বইয়ে লেখক একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই—'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।'

কিন্তু এ হাদিসটি সহিহ নয়।[১৭] তবে এ কথাটি ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, তাই তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। মানুষের মধ্যে ক্ষমাকারীদের তিনি পুরস্কৃত করেন। তিনি দাতা; দান করাকে পছন্দ করেন। তিনি দোষ গোপনকারী; দোষ গোপন করাকে পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু; যারা দয়া করে, তাদের প্রতিও তিনি দয়া করেন।'

তিন. আল্লাহকে ডাকার আরেকটি মাধ্যম হলো—কুরআন তিলাওয়াত। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ হচ্ছে—কুরআন পাঠ করা এবং এর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা। বান্দা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, তখন মনে হবে, আল্লাহ যেন সব সময় তার সাথেই আছেন। ফলে আল্লাহর প্রতি তার ভরসা, বিশ্বাস ও ঈমান বহুগুণে বেড়ে যায়। এভাবেই আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চার. আল্লাহর নামসমূহের তাৎপর্য অন্তরে ধারণ করার মাধ্যমে তাঁকে ডাকা। আল্লাহর ব্যাপারে অমনোযোগিতা ও বস্তুবাদী জীবন মানুষের জন্য সবচেয়ে দুর্দশার কারণ।

হৃদয়ের সর্বোত্তম ওষুধ হচ্ছে, অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত সত্তা আল্লাহর মহত্ত্ব সব সময় হৃদয়ে ধারণ করা, আল্লাহর পরিচয় জানা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন করা। এর দ্বারা ব্যক্তি সহজেই অনুপম সাফল্যের স্তরে পৌঁছতে পারে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন—'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ।'

এটি আল্লাহর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তৎপরতা বৃদ্ধির পাথেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ- وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ-

---

[১৬] *ইদ্দাতুস সাবিরিন*, পৃষ্ঠা : ২৪১

[১৭] *আস-সিলসিলাতুয যইফাহ* : ২৮২২

‘তিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি দণ্ডায়মান হন এবং সিজদাকারীদের সাথে চলাফেরা করেন।’ সূরা শুআরা : ২১৮-২১৯

পাপ কাজে লিপ্ত হলে একজন মুমিন নিজেই বিষণ্নতা অনুভব করে। মনে জাগ্রত হয় প্রভু থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনুভূতি। আল্লাহর ক্রোধ ও পাকড়াও নিয়ে সে দুশ্চিন্তায় হয় বিভোর। এহেন মুহূর্তে আল্লাহর নামগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করার মাধ্যমে একজন মুমিন তাওবার দিশা পায়। ফিরে আসতে পারে পাপের দুনিয়া ছেড়ে আলোর জগতে। বেঁচে থাকতে পারে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে।

হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে আলিমগণের বিবিধ কর্মপন্থা রয়েছে। আল্লাহর নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তাই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয়, আল্লাহর নাম নির্ধারণ নিয়ে বিবাদে জড়ানো অথবা এটিকে ঝগড়া-বিবাদের বিষয়ে পরিণত করা। কেননা, এ নামগুলো ব্যক্তির মাঝে নিষ্কলুষতা, প্রশান্তি, ঐকমত্য, ত্যাগের মনোভাব জাগিয়ে তোলে এবং মহামহিম সত্তা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ফলে হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। তবে কেউ যদি এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তাহলে তার থেকে শান্তিপূর্ণ ও জ্ঞানমূলক আলোচনাই কাম্য।